সাম্যের কথা
মুসলিম নারীর অধিকার ও মর্যাদা

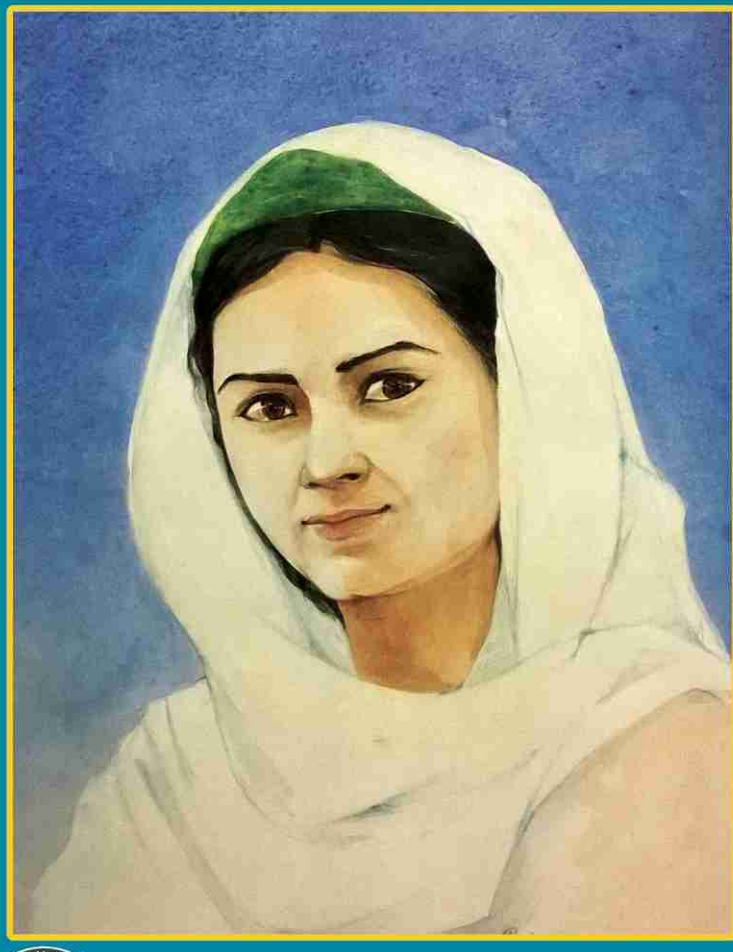

NARI · O · SHISHU KALYAN KENDRA
1979
NOSKK

আমাদের অধিকার • আমাদের আওয়াজ
PACS
Our rights • Our voice

প্রথম প্রকাশ

২০১৫

প্রকাশক

নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

লেখা ও সংকলন

সাবির আহমেদ

বিন্যাস

পরাগ দত্ত

প্রচ্ছদ অলংকরণ

অর্পণ দাস

মুদ্রক

এস. এম. প্রিন্টার্স

সাম্যের কথা
মুসলিম নারীর মর্যাদা ও অধিকার

নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

আমাদের কথা

নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র তিন দশকের বেশি সময় ধরে উন্নয়ণ মূলক নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা প্রথম থেকেই মনে করি মানব উন্নয়ণের প্রথম ও প্রাথমিক শর্ত ঃ নারী ও শিশুর সামগ্রিক বিকাশ। স্বাধীনতার প্রায় পঁয়ষট্টি বছর পরেও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির উন্নয়ণ সমানভাবে হয়নি, বিশেষ করে তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং মুসলমানরা উন্নয়ণের প্রায় সব সূচকের নিরিখেই পিছিয়ে আছে। এই সামাজিক গোষ্ঠীর মেয়েরা আরো পিছিয়ে। মেয়েরা নানান সুবিধা ও অধিকার থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার।

এই সব মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সংগঠিত ভাবে অধিকার দাবি করার লক্ষে ২০১১ সাল থেকে দরিদ্রতম এলাকায় PACS নাগরিক সমাজ নামের উন্নয়ণ মূলক কর্মসূচি শুরু হয় DFID-র আর্থিক সহায়তায়। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি পিছিয়ে পড়া জেলা, যেমন মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে মুসলমান মেয়েদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা জানতে পারলাম জেলার মেয়েরা একদিকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, অন্যদিকে তাঁদের অধিকার ও সুযোগ নিয়ে ধর্মের কি কি বিধান আছে সে বিষয়েও পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভের সুযোগ কম। এই বোধ থেকেই এই হাত-বই তৈরির প্রচেষ্টা। যাঁদের নিয়ে কাজ করি তাঁদেরও কিছুটা আবদার ছিল এই ধরনের একটি হাত-বই-এর।

আপনারা দেখবেন যাঁরা বিশেষত মেয়েদের সক্ষমতা বাড়ানো ও সংগঠিত করার কাজ করে থাকেন, তাঁদের কাছে এই হাতবই খুবই সহায়ক হবে। তাঁরা একদিকে যেমন সাংবিধানিক ভাবে প্রাপ্য মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে মুসলিম নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিবাহের অধিকার প্রভৃতি বিষয় সহজভাবে তুলে ধরতে পারবেন।

আমাদের পক্ষে কাজটা একেবারেই সহজ ছিল না। দরিদ্রতম এলাকায় নাগরিক সমাজ প্রকল্পের স্টেট ম্যানেজার জয়ীতা দাশগুপ্তের উৎসাহে এই হাত বই-এর কাজটা কিছুটা সহজ হয়েছে।

এছাড়া এই হাত-বই তৈরির ব্যাপারে আমরা কয়েকবার কর্মশালার ব্যবস্থা করেছিলাম, কর্মশালাগুলিতে এ বিষয়ে কৃতি ও গুণী মানুষেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন ও মতামত দিয়েছিলেন। আমরা তাঁদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

এই হাত-বই যদি মুসলমান মেয়েদের সক্ষমতা বাড়াতে ও অধিকার রক্ষায় বিন্দুমাত্র কাজে লাগে তাহলে আমরা খুশি হব। আমাদের সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কিছু ভুল থাকে তা আমাদের নজরে আনবেন ও পরামর্শ দেবেন আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করব।

রহিমা খাতুন
সম্পাদিকা,
নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

শুভেচ্ছা বার্তা

Intaj Ali Shah
M.A., LL.B., W.B.H.J.S. (Retired Judge)
Chairman

সত্যমেব জয়তে

West Bengal Minorities' Commission
Government of West Bengal
Khadya Bhavan, Block-A, Ground Floor,
11A, Mirza Galib Street, Kolkata - 700 087
Off. : 2252-0395, Fax : 2252-0399
(P) Mob. : 8017304398, (R) Mob. : 8017943980
E-mail : wbmcommission@gmail.com
intajalishah@gmail.com

Ref. No. 745-MC-C-30-2015. Date: 24.09.2015

Message

I am very glad to learn from the Secretary, **"Nari-O-Sishu Kalyan Kendra", Vill –** Khaskhamar, P.O. – Rameswarnagar, P.S. – Bauria, Dist. Howrah, that they are going to publish one book styled as **" Samyer Katha"** i.e. for Muslim women's dignity, rights, empowerment and equality in the month of October, 2015. It is nodoubtedly one good approach on behalf of the **"Nari-O-Sishu Kalyan Kendra"** that they intend to uplift the Muslim women and their rights and dignity in the society so that they be treated as equal species in the human genesis. I praise their perception and thinking over the matter and I further think that they will give a new mission to the society of Muslim people en-masse and that will herald a new ambience in the society.

I wish every success of the said "**Nari-O-Sishu Kalyan Kendra"** so that they can get credence to the human society at large.

24.9.15
Intaj Ali Shah,
Chairman.

To
Miss Rahima Khatun,
Secretary,
Nari-O-Sishu Kalyan Kendra.

सुल्तान अहमद
SULTAN AHMED
সুলতান আহমেদ
سلطان احمد
Member of Parliament (Lok Sabha)
Former Minister, Government of India

सत्यमेव जयते

Chairman : West Bengal Minorities Development & Finance Corporation Government of West Bengal
Member : Committee on Estimates Government of India
Member : Standing Committee on Commerce Government of India
Member : Consultative Committee for the Ministry of Rural Development Panchayati Raj and Drinking Water and Sanitation Government of India

December 7, 2015

MESSAGE

I am glad to learn that **Nari-O-Sishu Kalyan Kendra,** a women Development organisation of Bauria, Howrah are going to organise various occasion for awareness and as well as Development of backward people of our society.

In this connection I extend my heartiest felicitations to all members and participants and wish the occasion a grand success.

SULTAN AHMED

SULTAN AHMED
Member of Parliament
(LOK SABHA)

To
Rahima Khatoon
Secretary
Nari O Sishu Kalyan Kendra
Bauria, Howrah

Kolkata Office : 17, Syed Amir Ali Avenue, 1st Floor, Kolkata-17, Phone : 2280-0126, Fax : 033-2280-9407
Delhi Office : 48, Lodhi Estate, New Delhi-110003, Phone : 011-2465-1786, Fax : 011-2465-2786
E-mail : sultanahmedmp@gmail.com

আমাদের সমাজের একটা বড় অংশের মহিলারা নানান বঞ্চনার শিকার। মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে সেটা আরো দুঃখ জনক। প্যাক্স এই বঞ্চিত সমাজের অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে কাজ করে চলেছে।

তাদের মধ্যে একটি অন্যতম সংগঠন নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, মুসলিম সমাজের মহিলাদের অগ্রগতির লক্ষে কাজ করে আসছে এবং তাদের এই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে যখন এই পুস্তকটি প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়া হয় তখন থেকেই আমরা ভীষণ উৎসাহিত ছিলাম। এখানে মুসলিম সমাজে মহিলাদের সাংবিধানিক এবং সামাজিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আশা করছি সমাজের সচেতন মানুষ বিশেষ করে মুসলিম মহিলারা, এবং সামাজিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দ যারা কিনা বঞ্চিতদের অধিকারের দাবিতে কাজ করেছেন তাদের হাত বই হিসেবে এটি প্রাধান্য পাবে।

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সহযোগিতা হয়তো ভবিষ্যতে এই বঞ্চিত মুসলিম সমাজের মহিলাদের জীবনের মান উন্নত থেকে উন্নততর করতে সহায়তা করবে।

জয়ীতা দাশগুপ্ত
স্টেট ম্যানেজার,
প্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ

জয়ীতা

Poorest Areas Civil Society (PACS) Programme
53/1A, Maharaja Thakur Road, Dhakuria, Kolkata – 700031.
Phone: +91-33-31900003, 40064968.
Email: info@pacsindia.org • Website: www.pacsindia.org

Management Consultant
ifirst CONSORTIUM Indian Forum for Inclusive Response and Social Transformation

National Office: CISRS House, 14 Jangpura B, Mathura Road, New Delhi - 110014. Phone/ Fax: +91-11-24372660 / 24372699

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মারিয়া সালিম
মিরাতুন নাহার
ওসমান ঘানি
কাজী মুজিবর রহমান
বাহাউদ্দিন মোল্লা
নূরজাহান এস. এন.
জয়ীতা দাশগুপ্ত
ড. সৈয়দ শাহজাহান সিরাজ
এ. এইছ. ইমরান
রহিমা খাতুন
নাসরীন জামাল
পৌলমী ব্যানার্জী
খালিদুর রহিম
সাবির আহমেদ
নার্গিস আহমেদ
শাদিয়া আফরিন
মেকবাহার শেখ
মারুফা মন্ডল
মীরা খাতুন
কিংকরি দাস
ড. সৈয়দ তনভীর নাসরীন
তাজ মোহম্মদ
কৌশিক মিত্র
মহিমা খাতুন

গোড়ার কথা

জীবনের শিক্ষা থেকেই বেগম রোকেয়ার প্রশ্ন "কোনো ব্যাক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কত দূর চলিবে?"। রোকেয়ার জীবনে এক পা বেঁধে রাখার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, কিন্তু সব বাধা পেরিয়ে নারীকে শিক্ষা, মুক্ত চিন্তার পথ দেখিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। জমিদার পরিবারের গোঁড়ামির কারণে মেয়েদের বাড়ীর বাইরে স্কুলে গিয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না। বড় ভাই ও বড় বোনের স্নেহের কারণে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এছাড়া তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষাও জানতেন। ষোল বছরে রোকেয়ার বিবাহ হয় বিহারের ভাগলপুরের অভিজাত পরিবারে। তাঁর স্বামী বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ষোল বছরের বড়। স্বামী সরকারি উচ্চ পদে থাকার কারণে বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান, সঙ্গে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। কলকাতায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হতে থাকে। এর মধ্যে রোকেয়ার জীবনে আর এক আঘাত - মাত্র ২৯ বছর বয়সে বিধবা হন। স্বামীর আগের পক্ষের মেয়ে ও জামাইয়ের অত্যাচারের কারণে রোকেয়া ভাগলপুর ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯১০ সালে ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কলকাতায় আসার মাস তিনেকের মধ্যেই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল চালু হয়। স্বামী হারানোর আঘাত, ভাগলপুর ছাড়ার সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে স্কুল স্থাপনের ফলে তিনি দমবন্ধ পরিবেশ থেকে খানিক স্বস্তি পান। এরপর মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক ভাবে মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধানে তাঁর কলম থেকে ঝরে পড়ে অসাধারণ সব লেখা। মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যেতে রোকেয়ার লেখার গুরুত্ব আজও সমান। রোকেয়ার লেখার সঙ্গে আজকের পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মেয়েদের অবস্থার অনেক মিল দেখা যায়। পায়ের বাঁধন খুলে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন "পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে - একই"

দেখার বিষয় এটাই যে আমরা সেই স্বার্থসিদ্ধির দিকে ঠিক কতখানি এগিয়ে যেতে পারছি।

কেমন আছেন নারী

ভারতের সংবিধান প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সমান অধিকারের ও শিক্ষার সমান সুযোগের। ২০০৯ থেকে শিক্ষার অধিকার একটি আইনি অধিকার।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়ণ হয়েছে।

সামাজিক উন্নয়ণের নিরিখে নারীর অবস্থা আগের চেয়ে ঢের উন্নতি হয়েছে ও হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পুরুষের তুলনায় তা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা আসেনি। চাকরিক্ষেত্রে নারী সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত, কম আয়ের শ্রমজীবীদের মধ্যে নারী, পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পান। লোকসভা ও বিধানসভার রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আশানুরূপ বাড়েনি। নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থানও দুর্বল। এরমধ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মহিলাদের অবস্থা বেশ করুণ। উন্নয়ণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েরা আসলে কতটা এগিয়েছে? তথ্য ও পরিসংখ্যান দেখলে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

নারী-পুরুষের অনুপাত

সমাজে নারী-পুরুষের অনুপাত মানব উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। জন্মানোর আগে ভ্রূণ-হত্যা। জন্মানোর পরে যত্ন ও পুষ্টিগত বৈষম্যের কারণে কন্যাশিশুর মৃত্যুহার বেড়ে যায়। মোট জনসংখ্যায় পুরুষের প্রাধান্য বাড়ে। ২০১১ সালের জনগণনায় জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৫০ জন নারী, জাতীয় অনুপাতের কিছু বেশি (৯৪৩)।

শিক্ষায় নারী

শিক্ষার উপর অধিকার অন্যান্য অনেক অধিকারের সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত। এই অধিকারের বলেই বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখে। অন্যদিকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিতরা কায়িক শ্রম নির্ভর ও সামাজিক নিরাপত্তাহীন জীবন যাপনে বাধ্য হয়। শিক্ষার হালহদিস এক ঝলক দেখা যাক। সংবিধানের প্রতিশ্রুতি, নানা সামাজিক আন্দোলন, সাক্ষরতা নিয়ে বিশেষ অভিযান ও শিক্ষাকে আইনি

অধিকারে বাস্তবায়িত করার ফলে সাক্ষরতার হারে অগ্রগতি দেখতে পাই। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদানের সুযোগ, অধিকারে বাস্তবায়িত করার ফলে সাক্ষরতার হারে অগ্রগতি দেখতে পাই। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদানের সুযোগ বেড়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ সালের জনগণনা পর্যন্ত নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হারের ফারাক এখনও বেশ দীর্ঘ। ১৯৫১ সালের জনগণনায় পুরুষ ও নারী সাক্ষরতার ফারাক ছিল ১৮.৩০ শতাংশ, ২০১১ সালে দেখতে পাচ্ছি প্রায় ১৭ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের সাক্ষরতার হার ৭১.১৬ শতাংশ আর পুরুষের সাক্ষরতার হার ৮২.৬৭ শতাংশ। নারী সাক্ষরতার দিক দিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ১৯। নারী শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে থাকার অন্যতম একটি কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৫৭.৫ শতাংশ। মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৫০ শতাংশ, যা রাজ্যের গড় (৬০ শতাংশ) অপেক্ষা কম।

নারীর স্বাস্থ্য

শিক্ষার সুযোগ কম থাকার কারণ যেমন নারীর সমমর্যাদার পথে অন্যতম একটি বাধা, স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগহীনতাও নারীর বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মায়ের স্বাস্থ্যের উপর অনেক খানি নির্ভর করে শিশুর স্বাস্থ্য। পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের অভাবে ভারতবর্ষে গর্ভবতী অবস্থায় মহিলাদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যুরহার লজ্জাজনকভাবে এখনও অত্যন্ত বেশী।

আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বে প্রতিবছর যে ২ লক্ষ প্রসূতির মৃত্যু হয়, তার ১৭ শতাংশই ঘটে ভারতে। সংখ্যার হিসাবে দাঁড়ায় বছরে ৫০ হাজার, দৈনিক ১৩৭। নাইজিরিয়ার মতো অনুন্নত, অনগ্রসর, হতদরিদ্র, সমস্যা জর্জরিত আফ্রিকান দেশের প্রসূতি মায়েদেরও অবস্থা এর চেয়ে ভাল। জন্মের পরেও আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু মারা যায়। প্রসূতির ও জন্মের পরে শিশুর মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ হল মায়ের অপুষ্টি।

মা ও শিশুর অপুষ্টি – পূরণে আমাদের ব্যর্থতা যে রীতিমত লজ্জাজনক, কিছু পরিসংখ্যান দিলেই তা বোঝা যাবে। সরকারি ও অ-সরকারি চেষ্টায় স্বাধীন ভারতবর্ষে শিশু-অপুষ্টি মোকাবিলায় অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও শিশু-অপুষ্টির চিত্র পৃথিবীর যে কোনও দেশের তুলনায় লজ্জাজনকভাবে ভয়াবহ। ভারতবর্ষে অপুষ্ট শিশু জন্মানোর অনুপাত ৪৩ শতাংশ। অন্যদিকে সাব-সাহারান এবং পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর অনুপাত যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ।

জাতীয় পরিবার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১৫ থেকে ৫৫ বছর বয়স্ক ভারতীয় মহিলাদের ১০০ জনের মধ্যে ৬০ জন রক্তাল্পতায় ভুগছেন।

কাজের সুযোগ

ভারতে কাজের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে মহিলাদের অংশগ্রহণ মাত্র ২৫.৫১ শতাংশ, পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৩.২৬ শতাংশ। গ্রামীণ ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ৩০.০২ শতাংশ, পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৩.০৩ শতাংশ।

আগের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, কর্মনিয়োজনে মহিলাদের শোচনীয় অবস্থা।

সাম্প্রতিক তথ্য থেকে দেখা যায়, কাজের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা (১৮শতাংশ) সর্বভারতীয় গড় (২৫.৫১) অপেক্ষা অনেক কম। গ্রামীণ ক্ষেত্রের ১০০ জন পুরুষ প্রতি ৩৫ জন মহিলা কাজে যোগ দেয়, শহর এলাকায় সংখ্যাটা দাঁড়ায় মাত্র ১৮ জন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে মুসলমান নারীর মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে হারটি আরও কম, মাত্র ১৪ শতাংশ।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

ভোটদানের সমানাধিকারে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত অনেক দেশের থেকে এগিয়ে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই আমাদের দেশে নারীদের ভোটাধিকার আছে।

এবং দেশের ভোটদানে মহিলাদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে, অথচ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম। ষোড়শ লোকসভার মোট ৫৪৩ সাংসদের মধ্যে মাত্র ১১ শতাংশ হলেন মহিলা সাংসদ। লোকসভা সদস্যদের লিঙ্গ পরিচিতির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণেতাদের মধ্যে মহিলারা সংখ্যালঘু। বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার দশ শতাংশেরও কম। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত বিধায়কের মধ্যে মহিলা মাত্র ১২ শতাংশ। ৩৪ জন মহিলা বিধায়কের মধ্যে মুসলিম মহিলার সংখ্যা ৭ জন এবং রাজ্যে এখনও কোনও মুসলিম মহিলা মন্ত্রী নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান মেয়েরা কেন পিছিয়ে আছে ?

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি চার জন বাসিন্দার মধ্যে একজন মুসলমান। আগের আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার : সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও এ রাজ্যের মুসলমানরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে বেশ পিছিয়ে। মুসলমান মেয়েদের অবস্থা তো আরও খারাপ।

মুসলমান মেয়ে বলতে আমাদের দেশে অশিক্ষা, বাল্য-বিবাহ, অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মা, বোরখা ঢাকা মুখ – এইসব সরল একপেশে চিত্রগুলিই বেশি করে তুলে ধরা হয়। মাত্র কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া, সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে সফল মুসলমান মেয়েদের খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

মুসলমান মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারণ খুঁজতে গেলে ভিতরে ও বাইরে - অর্থাৎ তাদের পরিবারের ভিতরে ও সমাজে – দু জায়গাতেই দৃষ্টি দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বেশিরভাগই গ্রামে বসবাস করায়, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মতোই মুসলমানরাও সকল রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। চাষবাস বা অন্যান্য শারীরিক শ্রমনির্ভর জীবিকা, সাক্ষরতার নীচু হার ও দুর্বল স্বাস্থ্য পরিসেবার কারণে মুসলমানদের মধ্যে নানা বিষয়ে অক্ষমতা দেখা দেয় ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তার উপর আমাদের দেশের আইনের নানা ফাঁক ফোঁকর এবং সমাজের উঁচুতলার ও ক্ষমতায় থাকা মানুষদের অসহযোগিতার কারণে মুসলমান মেয়েরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগ্যের শিকার হন। অন্যদিকে, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে, সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই এক শ্রেণীর মানুষ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা, অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। বাড়ির মেয়েরা পড়াশুনা বা কাজের জন্য বাইরে যাবে কেন – এ নিয়ে পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকে। এই কারণেই বহু মুসলিম কিশোরীর অসম্ভব প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া, শহর ও গ্রামের দিকে মুসলমান পরিবার গুলোতে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। ফলে শিশুরাই শিশুর মা হয়ে যাচ্ছে। শারীরিক গঠন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে মা ও শিশু কারোরই পুষ্টি ঠিকঠাক হয় না এবং তারা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে। মুসলমান নারীদের পশ্চাদপদতা কেবলমাত্র তাঁদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে ফেলে রাখলে সামগ্রিক উন্নয়নের সূচকের অবনতি হবে। এই অবস্থাকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টীর মহিলা হিসাবে রাষ্ট্রীয় বঞ্চনাগুলি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের সুযোগ) তীব্র ভাবে দেখা দেয়। অন্যদিকে সমাজের ভিতরকার কাঠামোতেও বঞ্চনার প্রভাব প্রবল।

এই হাত বই কেন

স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে মুসলমান মেয়েরাও রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ ও সুবিধার সমান হকদার। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকারও নির্দেশাত্বক নীতি প্রভৃতির ছত্রে ছত্রে নারী বৈষম্যের অবসানের ডাক দেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা হবে। বিবিধ সাংবিধানিক রক্ষা কবচ সত্ত্বেও আজও অনেকটাই - ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণে দেশের অন্যতম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী পিছিয়ে আছে।

২০০৬ সালে ভারত সরকারের অধীনে প্রকাশিত সাচার কমিটি নামে খ্যাত বহু আলোচিত রিপোর্টে তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যবহার করে মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষাহীনতার কারণে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অপ্রতুল ধ্যান – ধারনা এই পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ। এই হাত-বইতে, সংবিধানে বা বিশেষ কোনও আইনে মেয়েদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় কী কী বিধান আছে – সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন-শরীফ জীবনের নানান দিকের প্রতি আলোকপাত করেছে। কোরআন প্রাচীন আরবী ভাষায় লেখা। যাঁরা আরবী ভাষার লোক নন, তাঁরা কোরআন পড়তে শিখলেও, নিজেদের মাতৃভাষায় তার স্বচ্ছ ও সরল অর্থ বুঝতে হয়তো অসুবিধা হয়। এছাড়া, নিজেদের মাতৃভাষায় ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ তাঁদের কম। তাঁরা ধর্মশিক্ষা পান মূলত পরিবার থেকে অথবা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই হাত-বইতে ইসলামের আলোয় মেয়েদের অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের কিছু শেখা ও জানার সুযোগ থাকছে।

কাদের জন্য

বলে রাখা ভাল হাত-বইটি নতুন কোনও গবেষণার মাধ্যমে রচনা করা হয়নি। হাত-বইটি মূলত বুনিয়াদীস্তরে (অর্থাৎ একেবারে তৃণমূলস্তরে) যাঁরা কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত, বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছে। বইটি রচনার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ।

প্রথমত, সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নারীর অধিকার ও সুযোগ নিয়ে কিছুটা ধারণা বাড়ানো। এসব বিষয় নিয়ে ঘরোয়া বা দলের বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। দ্বিতীয়ত, ইসলামের আলোকে নারীর শিক্ষা, অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে মত বিনিময়ের রসদ হিসাবেও এই হাত-বই কাজে লাগবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ এবং মেয়েদের মর্যাদা ও মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে পুরুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া বৃহত্তর সমাজে, বিশেষ করে প্রশাসনিক স্তরে মুসলমান মেয়েদের সম্পর্কে একপেশে মত পাল্টাতে আলোচনার জন্য সহায়ক হিসেবেও এই হাত-বইটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সমমর্যাদায় নারী

বৈষম্যহীন দেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি আমরা সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি প্রভৃতি অধ্যায়ে দেখতে পাই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-জন্মস্থান নির্বিশেষে বৈষম্যহীন আচরণের হকদার দেশের তামাম নাগরিকবৃন্দ। লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসানে সংবিধান কেবলমাত্র নারীকে সাম্যের অধিকারী হিসাবে দেখেনি, নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে কিছু সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণে উৎসাহও দেওয়া হয়েছে। নারীর অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষায় ভারত একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তিতেও সাক্ষর করেছে।

নারীর অধিকার ও সমতারক্ষায় সংবিধানের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি অত্যন্ত মূল্যবান :

- আইনের চোখে সকলে সমতা ও আইন দ্বারা সমানভাবে সকল নাগরিকের সুরক্ষা। (অনুচ্ছেদ-১৪)
- রাষ্ট্র শুধুমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। (অনুচ্ছেদ-১৫-১)
- রাষ্ট্র মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।(অনুচ্ছেদ-১৫-৩)
- সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সব নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, জন্মস্থান অথবা এর যে কোনও একটি কারণের জন্য কোনও নাগরিক সরকারি চাকরি বা পদে বৈষম্যের শিকার হবে না তাঁর প্রতি কোনও বিভেদমূলক আচরণ করা হবে না। (অনুচ্ছেদ-১৬)
- রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি তৈরী করবে যাতে নারী ও পুরুষের জীবিকার ব্যবস্থা থাকবে (৩৯-এ) এবং উভয়েই ন্যায্য মজুরি পাবে (৩৯-ডি)।
- কাজ করার মতো সুস্থ পরিবেশ, সন্তানসম্ভবা নারীদের জন্য ছুটির ব্যবস্থা থাকবে।(অনুচ্ছেদ-৪২)
- পঞ্চায়েত ও পৌরসভা পরিচালনায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। (অনুচ্ছেদ-২৪৩)

ভারতের সংবিধানে ইসলামী আদর্শের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ইসলামে কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নানান উদ্যোগ দেখা যায়।

কন্যা-শিশুর বেড়ে ওঠার অধিকার

সভ্যতা এগোলেও কন্যাশিশুকে হত্যা করার নির্মম প্রথা আজও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। কন্যা-ভ্রূণ হত্যা করার ফলে আজও ভারতবর্ষে হাজার হাজার কন্যাশিশু পৃথিবীর আলো দেখার আগেই চিরতরে বিদায় নেয়। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, কন্যাশিশুর প্রতি অযত্নের কারণে আমাদের নারী-পুরুষের অনুপাত অসম।

ইসলাম ধর্ম সূচনার আগে, নারী-অত্যাচারের সবচেয়ে জঘন্য প্রথা ছিল নবজাত কন্যাশিশুকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা। কন্যা-সন্তান জন্ম হওয়া সে যুগে অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে গণ্য হতো। অথচ আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে কন্যাশিশুর প্রতিপালন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন করে দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এই কন্যাশিশু জন্মের মাধ্যমে ব্যক্তিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। তারপর সে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে পরিণত হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

ইসলাম-পূর্ব যুগের মানুষের হীন ও জঘণ্য মনোভাবের কথা আল্লাহ মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পবিত্র কোরআনে বলেছেন, তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। তারা যে সিদ্ধান্ত করে তা কতই না নিকৃষ্ট। (সুরা আন-নাহল, আয়াত. ৫৮-৫৯)

পিতার মনের ভিতর কন্যাশিশুর প্রতি গভীর মমতা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নবী করিম (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি বা তিনটি কন্যাশিশুকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, উপযুক্ত শিক্ষাদান করবে ও সৎপাত্রস্থ করবে, কিয়ামতের দিন আমি ও সে একই রকম কাছাকাছি থাকব বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম)

তাই কন্যাশিশুর প্রতি কোনওরকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা, পুত্র ও কন্যার মধ্যে পার্থক্য বিধান করা এবং মেয়েদের বদলে ছেলেদের অহেতুক প্রাধান্য দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করে নবী করিম (সা:) বলেছেন, যার তত্ত্বাবধানে কোনও কন্যাশিশু থাকে আর সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। (আবু দাউদ)

ইসলাম মানুষকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে কন্যাশিশুকে লালন-পালন করা, তাদের উত্তম শিক্ষা দেওয়া এবং ঘর-সংসারের সব কাজে পারদর্শী করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা অনেক বড় নেকির বা পুণ্যের কাজ। পুত্রসন্তানের মতো কন্যাশিশুরাও পৃথিবীতে নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকারের সমান দাবিদার।

নারী শিক্ষার সমান অধিকার

ইসলাম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী করেছে, অত্যন্ত সম্মানজনক মর্যাদা দিয়েছে। নবী করিম (সাঃ) স্বয়ং নারীদের শিক্ষা-গ্রহণের গুরুত্বের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নারীদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক ভাষণ দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নরীর জন্য জ্ঞানলাভ করা ফরজ(ইবনে মাজা)'।

পরের অধ্যায়ে শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ

যে সব মহিলা বাড়ির কর্ত্রী বা যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত, সমাজে তাঁদের যথার্থ অবস্থান নিশ্চিত করে রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীর অধিকার রক্ষা করে গেছেন। পিতামাতার সম্পত্তিতে নারীর সম্মানজনক অধিকার রয়েছে। যেকোনো অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে যে অর্থসম্পদ মহিলারা উপার্জন করবেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যে ধন-সম্পদের অধিকারী হবেন, তাতে ইসলাম নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

সম্পত্তির অধিকার

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের যেমন অংশ আছে তেমনই নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ। (সূরা আন-নিসা, আয়াত - ৭)
পিতা, স্বামী, ভাই, পুত্র – এই চার পরিচয়ে পুরুষ অভিভাবকরা নারীর হক বা ন্যায্য প্রাপ্য দায়িত্বশীল হয়ে প্রদান করবে, এটাই আল্লাহর বিধান। স্বামী তার স্ত্রীকে সামর্থ্য অনুযায়ী খোরপোশ, বাসস্থান এবং মোহরানা দিতে বাধ্য থাকবেন – এটাই কোরআনের আদেশ।

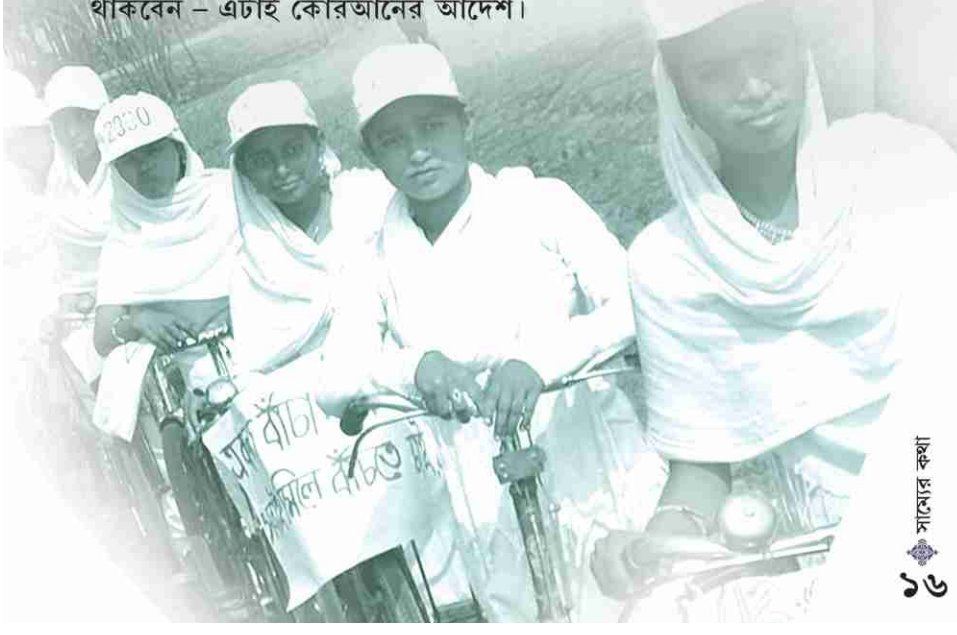

সম্পদের বন্টন

ইসলাম নারীকে মৌলিক মানবাধিকার তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের সমান মর্যাদা প্রদান করেছে। পিছিয়ে পড়া অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য জাকাত দানের ব্যবস্থা শুরু হয়। আয়ের একটা অংশ বছরে একবার গরীব মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি খাতে খরচ করার বিধান আছে।

মেধাই বিবেচ্য, নারী-পুরুষ ভেদ নয়

তিনি মানুষকে জানিয়ে দিলেন, পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন (বিশ্বাসী) হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না (সুরা আন-নিসা, আয়াত - ১২৪)। একথা তো নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদাই তুলে ধরে। তবে আর নারী-পুরুষে কীসের বিভেদ ?

নবী করিম (সা:) নারী-পুরুষের সমতার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, চিরুণীর প্রতিটি দাঁত যেমন সমান, তেমনই সব মানুষই সমান। কালো চামড়ার মানুষের উপর সাদা-র, মহিলাদের উপর পুরুষের কোনো অন্যায় প্রভাব থাকবে না, বরং ঈশ্বরভক্ত মানুষই আল্লাহর প্রিয়। নবী করিমের (সা:) কথার সঙ্গে অনেক বছরপর লেখা ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের (অনুচ্ছেদ ১২-৩৫) মিল দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের করণীয় :

- নারীর প্রতি বৈষম্যের কারণগুলি খতিয়ে দেখা; সমস্যার সমাধানে সমস্যার উৎস জানা জরুরি। সামগ্রিক ভাবে মেয়েরা শিক্ষায়, স্বাস্থ্য পরিষেবায়, অন্যান্য কাজ ও ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে আছে ?

- নারীর পিছিয়ে পড়া নিয়ে আম-জনতার মধ্যে খোলা মনে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখানে তথ্যের ব্যবহার খুব জরুরি। সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ গুলি খুঁজে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

- দেশের আইনের চোখে সবাই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। নারীর অধিকার রক্ষায় সংবিধানের নানা অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে নারী ও পুরুষের মধ্যে।

- নারীর উন্নতি ও ক্ষমতায়নের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ও বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা বিডিও ও অন্যান্য দপ্তরে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

- প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র আছে কি না জেনে নেওয়া দরকার।

- আবেদন করেও প্রকল্পের সুযোগ না পেলে তথ্যের অধিকার আইন ও জন পরিষেবা আইনের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

- নারীর উন্নয়নের জন্য মহিলাগোষ্ঠী গঠন একটা সদর্থক পদক্ষেপ। দল গঠনের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ বা একশ দিনের কাজের দাবি জানাতে পারা যায়। এ ব্যাপারে নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র সাহায্য করতে পারে।

- নারী ও কন্যা শিশু কখনও হিংসার শিকার অর্থাৎ পারিবারিক হিংসা, যৌন হেনস্থার শিকার হলে থানায় যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া পঞ্চায়েত প্যারালিগাল ভলেন্টীয়ারের সহযোগিতায়, জেলা আইনি সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা যায়। বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাবেন।

শিক্ষার আলো

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ার কিছুটা আভাস আমরা আগের অধ্যায়গুলিতে দেখতে পেয়েছি। এই পিছিয়ে থাকার একটি অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা। শিক্ষার সুযোগের ফলে প্রগতির নানা দিগন্ত খুলে যায়। জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেনের লেখা 'ভারত - উন্নয়ণ ও বঞ্চনা'-র পঞ্চম অধ্যায়ে মানব উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে । লিখতে ও পড়তে জানার সঙ্গে জীবনের গুনগত মানের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। লেখা পড়া জানলে পৃথিবীকে বোঝা, অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হয়ে যায়।

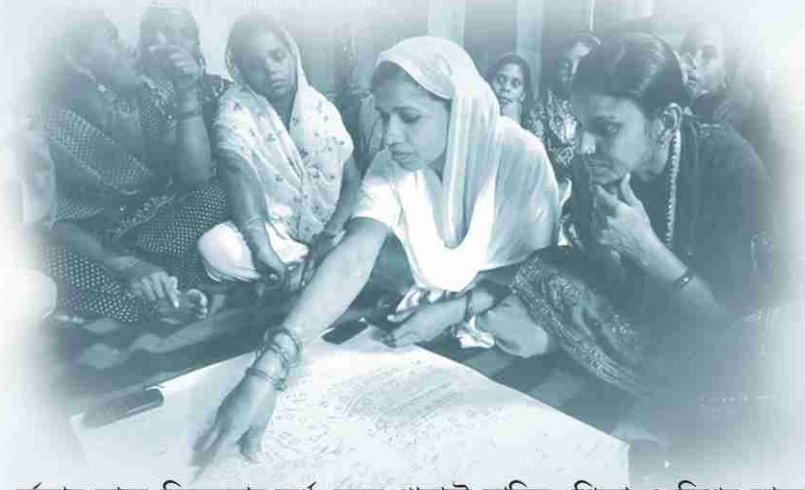

বর্তমান কালে নিরক্ষরতার অর্থ জেলে থাকারই সামিল। শিক্ষা ও বিশেষ কাজে দক্ষতার উপর উপার্জনের সুযোগ জড়িত। শিক্ষার সুযোগহীনতার কারণে মানুষ তার রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করতে পারেন না। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের মানবাধিকার সম্পর্কে জানতে পারে, আইনি অধিকারের বাস্তব রূপায়ণ করতে শেখে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে পরিবার চালানোয় তাঁদের মতামত গুরুত্ব পায়, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, শিশুমৃত্যু ঠেকানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির আসে। শ্রেণি ও জাতি বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার অপরিহার্য ভূমিকা আছে।

শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে ভারতের সংবিধান রচয়িতারা সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতি যুক্ত করেন। রাষ্ট্র প্রত্যেক শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট থাকবে। ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ-নির্বিশেষে শিক্ষায় ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নারীশিক্ষায় ইসলাম

জাতির কল্যাণে নারীশিক্ষার প্রয়োজন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী নারী। আর এই অর্ধেক জনগণকে ভালোভাবে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে জাতির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও কল্যাণ আসতে পারে না।

কোরআনের বাণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নবী করিম রসুল (সাঃ) বলেছেন, সকল মুসলমান নরনারীর জ্ঞানার্জন করা ফরজ অর্থাৎ অবশ্য পালনীয়। কারণ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, বলো যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? (সুরা আল-জুমার, আয়াত-৯)

একজন পুরুষের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন যতটুকু, নারীর জন্যও ততটুকুই প্রয়োজন। বরং বলা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার প্রয়োজনটা একটু বেশী। শিক্ষালাভের জন্য চীন দেশে ভ্রমণের কথাও বলা হয়েছে, কিন্তু এটা উল্লেখ নেই যে, শিক্ষা অর্জনের জন্য কেবল পুরুষরাই সেখানে যেতে পারবে। নারীজাতির মেধা, মননশীলতা, বিবেক ও বুদ্ধির উন্নতির ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং নারীশিক্ষায় খুবই উৎসাহ দিয়েছেন। কেননা তিনি মনে করতেন, নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তেমনই পারিবারিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করার জন্য এবং একটি শিক্ষিত জাতি গঠন করার জন্য মেয়েদের শিক্ষালাভের কাজে যোগ দিতেই হবে। শিক্ষিত মেয়ে যে ঘরে প্রবেশ করবে, সেই ঘর আলোকিত হবে এবং সেই ঘরে যে সন্তান জন্ম নেবে, সেও শিক্ষিত হবে।

ইসলামে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও নারী ও পুরুষ উভয়কেই শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। নারীর চরিত্রগঠন, মানসিকতার উন্নতি ও নীতি-নৈতিকতার গুণগুলির উন্নতি ঘটানোর জন্য রাসুলুল্লাহ (সাঃ) পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও, তাদের অন্যভাবে জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। রসুলের যুগে নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রের কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিলেন না। বরং সে যুগের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁদের মেধা ও প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কোরআনে নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রার্থনা করার পাশাপাশি মানুষকে সেবা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।
- যে জ্ঞান অন্বেষণ করে সে আল্লাহকে অন্বেষণ করে।
- জ্ঞান চর্চা আল্লাহর কাছে নামাজ, রোজা, হজ ও জেহাদ অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যের কাজ।
- জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।
- অন্বেষণ কর, যদি তার জন্য সুদূর চীন দেশেও যেতে হয়, যাও।
- মূর্খ অপেক্ষা বড় দরিদ্র আর নাই।
- জ্ঞানীর নিদ্রা মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা উত্তম।

হজরত মহাম্মদ (সাঃ)

অন্যদিকে যা কিছু সমাজের জন্য ক্ষতিকারক, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলা হয়েছে। এই দায়িত্ব নারী ও পুরুষ উভয়েরই। যখন মানুষের বিচার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকবে, তখনই সে সমাজের পক্ষে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা নির্ধারণ করতে পারবে। অতএব এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, সমাজকে সুস্থভাবে চালনা করতে শিক্ষার প্রয়োজন, আর নারীদের শিক্ষা অর্জনের জন্য ইসলামে কোনো বাধা বা নিষেধ নেই।

ইসলামের ইতিহাস ভালোভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, একেবারে শুরু থেকেই নারীরা নিজেদের কর্মঠ ও সক্ষম হিসেবে গড়ে তুলেছেন, তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরলোকের মুক্তির জন্য তৈরি করবে, সকলের কল্যাণে কাজ করবে, জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে – এটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ইসলামের উৎপত্তির সময় আরবে মাত্র ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন। এরমধ্যে পাঁচজনই ছিলেন নারী। রাসুল (সা:)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা:) যে শুধুমাত্র একজন ইসলামী পণ্ডিত ছিলেন তা-ই নয়, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও অন্যান্য সাধারণ বিষয় সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

আমাদের করণীয়:

- শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সরকারি চাকরিতে তুলনামূলক ভাবে কম সুযোগ পাওয়া সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষা নিয়ে খানিক অনীহা দেখা যায়। শিক্ষার সুফল নিয়ে মহিলা দলগুলিতে আলোচনা করতে হবে।

- শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তব রূপায়ণে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবিভাবকদেরও সক্রিয় হতে হবে।

- মেয়েদের মধ্যে স্কুল-ছুটের কোনো বিশেষ কারণ থাকলে, সে বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

- দারিদ্রের কারণে কোনো ছাত্রীর মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেওয়া রুখতে, সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের বিভিন্ন স্কলারশিপ সম্পর্কে অবহিত করা।

- শিক্ষালাভ শেষে মেয়েদের মধ্যে কাজের সুযোগ করে দিতে বৃত্তিমূলক কিছু প্রকল্পের সুযোগ নিতে হবে।

স্বাস্থ্য

মহানবী (সা:) বলেছেন, আল্লাহ তালার দুটি অত্যন্ত মূল্যবান নেয়ামতের বা অনুগ্রহের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন। একটি হচ্ছে স্বাস্থ্য, অপরটি অবসর সময়। (বোখারি. ৬০৪৯)।
স্বাস্থ্য হেফাজত সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা:)-এর এই হাদিসটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। তিনি বলেছেন, তোমরা পাঁচটি সম্পদ হারানোর আগে সেগুলিকে মর্যাদা দাও –

১. অসুস্থতার আগে স্বাস্থ্যকে মূল্য দাও।

২. বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে কাজে লাগাও।

৩.দারিদ্রের আগে সচ্ছলতার মূল্য দাও।

৪.মৃত্যু আসার আগে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাও।

ইসলাম ধর্ম মানুষকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও তার প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ স্বাস্থ্য আল্লাহর দেয়া আমানত ও নেয়ামত। কাজেই কোনোভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি-সাধন করা যাবে না।

স্বাস্থ্যরক্ষায় পরিমিত আহার

পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য আর এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখো। স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখার জন্য খাদ্যের পরিমাণ ও সময়সূচীর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। অসময়ে ও অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, তোমরা খাও, পান করো কিন্তু অপচয় কর না।
(সূরা আরাফ. ৩১)

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের বা বিশ্বাসের অন্যতম অঙ্গ। শরীর ও মনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরও নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে (কোরআন ৪.৪৩)। সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত গোসল করা, দাঁত পরিষ্কার করা, চুল-দাড়ি আচড়ানো, জামা-কাপড় পরিষ্কার রাখা, থাকার জায়গাটি পরিচ্ছন্ন রাখা তথা নিজেকে সব দিক দিয়ে পরিপাটি রাখা। নামাজের জন্য পাঁচবার অজু করা অর্থাৎ দেহের অনাবৃত জায়গা ভালো করে ধোয়ার ফলে দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, পাশাপাশি রোগ জীবাণুর হাত থেকেও রেহাই পায়।

ঋতুস্রাবের সময়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার কারণে প্রতি মাসের কয়েক দিন মহিলাদের দূরে বা একঘরে করে রাখা হয়। এই সময় সবচেয়ে জরুরি বিষয় অবহেলিত হয় – পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। ওই সময় অপরিচ্ছন্নতার কারণে মেয়েদের নানা রোগের শিকার হতে হয়।

নারীর প্রসবকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

প্রসবকালীন সময়ে মা ও শিশুর মৃত্যুর তথ্য আমরা আলোচনার শুরুতে দেখেছি। নারীর গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতি বছর সারা বিশ্বে পাঁচ লাখ নারী সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত জটিলতায় মারা যান। সন্তান-প্রসবজনিত কারণে বিশ্বে প্রতি মিনিটে একজন মা মারা যান।

গর্ভবতী নারীকে কঠিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয়, তা না হলে মা এবং শিশু উভয়েরই মৃত্যুর আশঙ্কা হতে পারে। কিন্তু অপুষ্টি জনিত কারণে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। একজন নারী নিরাপদে মা হবেন, এ দায়িত্ব সবার। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন, সন্তানের পিতার দায়িত্ব হলো মাতার খাওয়া-পরার উত্তম ব্যবস্থা করা।(সূরা আল-বাকারা, আয়াত - ১৭২)

অথচ দেশের অধিকাংশ গর্ভবতী নারীই নানা অপুষ্টির শিকার। ফলে তাঁদের নবজাতকও হয় পুষ্টিহীন। স্ত্রী বা সন্তানের মা যাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুষম খাদ্য গ্রহণে যত্নবান হন, সে দিকে পরিবার প্রধান বা স্বামীর দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য।

গর্ভবতী মায়ের জন্য পুষ্টিকর ও বেশি খাবার প্রয়োজন। কেননা, তাঁর খাবারে একটি নয়, দুটি প্রাণ বাঁচে। বিশেষ করে গর্ভকালীন ও শিশুকে মাতৃদুগ্ধদানকালে এ ব্যাপারে বেশী সতর্কতা দরকার। তাই গর্ভবতী স্ত্রীর খাবারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন তোমরা (স্বামীরা) যা খাবে, তাদের (নারীদের) তা-ই খেতে দিতে দেবে।
এছাড়া গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম, যত্ন ও সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ মাতৃত্ব প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর ন্যায্য প্রাপ্য ও ন্যায়সংগত অধিকার।

গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যরক্ষায় চিকিৎসার সুযোগ

যেহেতু নারীর গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কিছু সঙ্কটময় মুহূর্ত হঠাৎ হাজির হতে পারে। গর্ভকালীন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত সুচিকিৎসা না করালে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক সময় শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় গোড়ামির কারণে গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা ডাক্তারের, বিশেষ করে পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার সুবিধা নিতে তীব্র অনীহা প্রকাশ করে। ফলে প্রসবকালীন সমস্যায় পড়ে মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। নবী করিম (সাঃ) চিকিৎসা-গ্রহণের প্রসঙ্গে বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহতালা রোগ এবং দাওয়া (ওষুধ) দুটিই পাঠিয়েছেন অর্থাৎ প্রতিটি রোগের ওষুধও পাঠিয়েছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। (আবু দাউদ)। ইসলামে প্রসূতি মা ও নবজাতকের জীবন রক্ষায় চিকিৎসার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।
ইসলামে সন্তান প্রসবকালীন পবিত্রতা এবং সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা রয়েছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধের জন্য প্রসবকালীন একজন দক্ষ সেবিকার প্রয়োজন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসবে উৎসাহ দিতে সরকার জননী সুরক্ষা প্রকল্প শুরু করছে। গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি চিকিৎসার সুযোগ থাকছে, আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তান প্রসব করলে আর্থিক সহায়তাও পাওয়া যায়। অশিক্ষা, দারিদ্র ও পরিসেবার বঞ্চনার কারণে আজও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান পরিবারের অনেকেই বাড়িতে সন্তান প্রসবের ঝুঁকি নিচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা

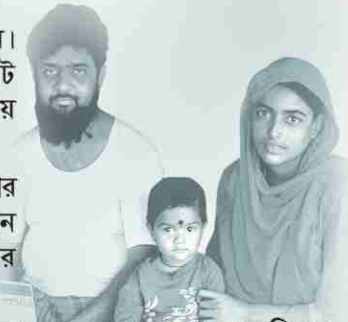

কথায় বলে ছোট পরিবার সুখের পরিবার। পরিবার পরিকল্পনায় একথা প্রযোয্য। ছোট পরিবারের কারণে সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় নজর দিতে সুবিধা হয়।

শিক্ষার অভাব ও পরিবার পরিকল্পনার অজ্ঞতার কারণে গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা প্রায় প্রতিবছর সন্তান ধারণ করে থাকেন। তাই মাতৃত্বকালীন অপুষ্টির কারণে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

অনেক সময় মা ও নবজাতকের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। সাধারণত বাল্যবিবাহ ও গর্ভসঞ্চার, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, কিশোরী মায়ের পুষ্টিহীনতা, রক্তাল্পতা, গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, প্রসবজনিত রোগ, সুচিকিৎসার অভাব প্রভৃতি কারণে নারীর নিরাপদে মা হওয়ার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। নারীশিক্ষা ও জীবন যাপনের গুনগত মান বাড়লে যে জনসংখ্যা কমে পৃথিবীর সর্বত্র সেটা প্রমাণিত। আসলে জন্মহার ব্যপারটা প্রধানত আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক অগ্রগতি, বিশেষত মেয়েদের শিক্ষা, আর্থিক স্বাধীনতা বা সামাজিক অধিকারের মতো ব্যাপারগুলোর উপর নির্ভর করে। এই দিক থেকে মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ এখনও পশ্চাদপদ। মেয়ের সামাজিক মর্যাদা তুলনায় নিচুতে, আর্থিক স্বাধীনতা নেই বললেই চলে, দুই সন্তানের জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও কম, জন্মহারে তারই প্রতিফলন ঘটে।

এইডস প্রতিরোধ

অবাধ যৌনাচারের ভয়াবহ ফলাফল আজকের সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে যুবসমাজ শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। যুবক-যুবতীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাইরে কোনো দৈহিক মিলন ইসলাম অনুমোদন করে না। যে পুরুষ এইডস-এর ভাইরাস বহন করেন, তার সঙ্গে যে নারী যৌন-সংসর্গ করে সেই নারীও এইচ আই ভি পজিটিভ হয়ে যায়।

অবাধ যৌনাচারের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই দেশ-বিদেশে পতিতাবৃত্তি চলছে। এই অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই কঠোর। পতিতাবৃত্তি মানবসভ্যতার এক বড় অভিশাপ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এ বিষয়ে জোরালো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেছেন, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইয়ো না, নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৩২)

আমাদের করণীয়

- নিজের বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি পাড়ার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সব বাসিন্দাদের ও স্ব-নির্ভর দল গুলিকে কাজ করতে হবে।

- রোগ নিরাময়ের বদলে রোগ প্রতিরোধের অন্যতম একটি মাধ্যম হল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা। খেয়াল রাখতে হবে বাড়ির পাশে ও নলকূপের চার ধারে দীর্ঘদিন যেন পানি জমে না থাকে।

- ঋতুস্রাবের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জোর দেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে ন্যায্যমূল্যের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে উৎসাহ দান করা উচিত। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের ফলে রোগের সম্ভাবনা কম হয়ে যায়।

- সন্তান গর্ভে এসেছে নিশ্চিত হলেই নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সেই সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

- জননী সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে গর্ভবতী মায়ের প্রসব সরকারী হাসপাতালে হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। প্রকল্পের বরাদ্দ আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

- যোগ্য পরিবারগুলি যাতে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

- স্বাস্থ্য বিধানে মহিলাদের মধ্যে নানা কুসংস্কার দূর করতে সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়োজন করতে হবে।

- মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা নিয়ে মহিলা দলগুলির মধ্যে আলোচনা জরুরি। স্বামীকেও এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

- গর্ভাবস্থায় মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে সমগ্র পরিবারকে সচেষ্ট হতে হবে। সহজলভ্য ও ঘরের কাছে পাওয়া যায় এমন আহার খুঁজে দেখতে হবে।

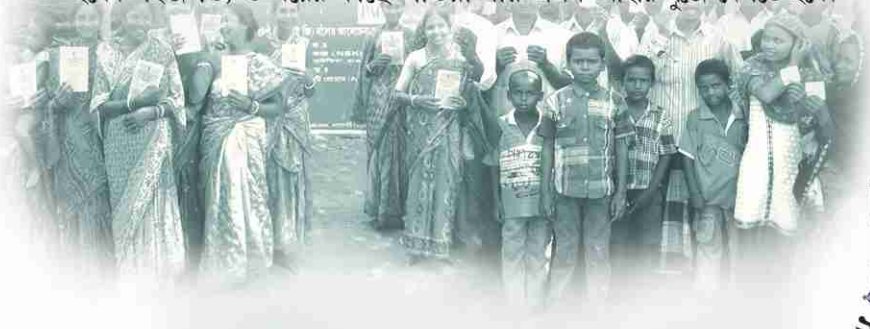

বিবাহের বিবিধ কথা

ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র সামাজিক বন্ধন। বিবাহের ব্যাপারে পুরুষের অবাধ ও একচেটিয়া অধিকার ছিল। তারা যতগুলো খুশি বিয়ে করতো এবং যখন খুশি স্ত্রী-কে পরিত্যাগ করতে পারতো। ধর্মীয়, সামাজিক ও নীতিগত কারণে ইসলামে বিবাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে বৈরাগ্য নেই। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিবাহ করে, কারণ বিবাহ পবিত্রতা রক্ষা করতে এবং দৃষ্টিকে সংযত করতে সাহায্য করে। অপরদিকে যাদের সামর্থ্য নেই তারা যেন রোজা রাখে, কারণ রোজা যৌনক্ষুধা সংবরণে সহায়ক (বুখারি ও মুসলিম)। বিবাহের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মহানবী এও বলেন, বিবাহ আমার জীবন-ধারা ও জীবন-নীতি। যে ব্যক্তি ওটা ত্যাগ করল, সে আমার নয়। কোরআনেও আমরা একই কথা শুনতে পাই, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিবাহে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।(সূরা আন-নুরঃ - ৩২-৩৩)

কোরআনে বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবনে শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে বলেছেন, তিনিই আমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেন, যাতে বসবাস হয় শান্তির ও সুখময়। (সূরা আল-আরাফ, আয়াত - ১৮৯)

বিবাহের ফলে ব্যক্তি ও সমাজ দুই-ই উপকৃত হয়। প্রথমত, বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে জন্মানো সন্তান-সন্ততি পৃথিবীতে মানব জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখে। দ্বিতীয়ত, বিবাহ যৌন আকাঙ্খা পূরণের এক বৈধ মাধ্যম। যে মানুষ বিবাহিত, সে কিছুতেই বহুগামী হতে পারে না। ব্যভিচার ও অনৈতিক যৌন সম্পর্ককে প্রতিরোধ করা এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য ইসলাম বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে।

বিবাহে উভয় পক্ষের সম্মতি

ইসলামে বিবাহ একটা চুক্তি। লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ প্রস্তাব দেয়, অন্য পক্ষ স্বেচ্ছায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে। মসজিদ বা মজলিসে, অন্তত দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ হয়। বিবাহে উভয় পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য। ইসলামে বিবাহের ব্যাপারে পাত্রীর স্বেচ্ছায় সম্মতি আবশ্যিক শর্ত। জোর করে বা অত্যাচার করে পাত্রীর সম্মতি আদায় করলে সেই বিবাহ অবৈধ হবে। বিবাহে কোনো পক্ষকে বাধ্য করলে তার ফলাফল ভয়াবহ হতে পারে।

জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচন সম্পর্কেও ইসলামে উন্নত চিন্তার ছাপ দেখা যায়। নারীর ভবিষ্যতের জীবন-সঙ্গীকে জেনে ও বুঝে নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। পিতামাতা, অবিভাবক ও আত্মীয়-স্বজন তার নিজস্ব পছন্দের উপর জোর করে কোনো মতামত চাপিয়ে দিতে পারেন না। নারীর স্বেচ্ছা মত ছাড়া কোনো বিবাহই ইসলামে বৈধ নয়। হজরত মহম্মদ (সা:) বলছেন, বিবাহ-বিচ্ছিন্না ও অবিবাহিত মহিলার অনুমতি ছাড়া বিবাহ সম্পূর্ণ হবে না। এমন কি স্বামী-নির্বাচনের ব্যাপারে একজন বিবাহ-বিচ্ছিন্না বা তালাক-প্রাপ্তা মহিলার মতামত তার অবিভাবকের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পাবে।

যদিও ইসলামে বিবাহ এক চুক্তি, কিন্তু দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও স্থায়িত্বের জন্য দুপক্ষকেই বিশেষ যত্নবান হতে হবে। বিবাহ-চুক্তির মধ্যে ক্ষণস্থায়ী ও তাৎক্ষণিক কোনো উদ্দেশ্য থাকলে, ইসলামে তা নিন্দনীয়। যারা বিয়ের নামে ঘন ঘন জীবন-সঙ্গিনী পরিবর্তন করে, হজরত মহাম্মদ (সা:) তাদের সর্বান্তকরণে নিন্দা করেছেন।

বিবাহের বয়স ও শিশু-বিবাহ

ইসলামে বলা হয়েছে, বিয়ের জন্য নারী বা পুরুষকে প্রাপ্তবয়স্ক ও শারীরিক ভাবে উপযুক্ত হওয়া জরুরি। স্বামীকে স্ত্রীর চেয়ে বয়সে বড় হতে হবে বলে এক প্রচার চালানো হয়, কিন্তু এমন কোনো কথা ইসলামে বলা হয়নি। বাস্তবে রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর দুই স্ত্রী খাদিজা ও সাউদা রাসুলুল্লাহের থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

শিশু-বিবাহ আমাদের দেশের এক সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে, মুসলমান পরিবারগুলোতে বাল্য-বিবাহের প্রথা প্রচলিত। শিশু-বিবাহের ফলে কেবলমাত্র একটা অধিকার লঙ্ঘিত হয় না, বরং কয়েক দফার অধিকার হরণ করা হয়।

অল্প বয়সে বিয়ের ফলে একটা মেয়ের কাছে মানুষ হিসাবে এক লহমায় দুনিয়াটা দেশলাই বাক্সের মতো ছোট হয়ে যায়, শিক্ষার অধিকার থেকে অকালে বঞ্চিত হয়, আর্থিক ভাবে অন্যের উপর সারা জীবনের জন্য নির্ভরশীল হয়ে দারিদ্রর জালে আঁটকে পড়ে। বাল্যবিবাহের ফলে শিশুর স্বাস্থ্যেরও বলি হয়ে যায়। অল্প বয়সে যৌন সম্পর্ক অনেক শিশুর কাছে হিংসার স্বরূপ। অপরিকল্পিত এবং বারংবার গর্ভবতী হওয়ার ফলে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানির শিকার হয়।
বাল্য-বিবাহের এই সব ক্ষতির কথা মাথায় রেখে বলা যায়, এটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কোরআনে যে শান্তি ও সুষমার কথা বলা হয়েছে, কমবয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহ হলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে বাল্যবিবাহ অন্যায় এবং অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয়।

বৈবাহিক সম্পর্কে নারীর মর্যাদা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও স্বামীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর পদবী নিতে হয়। ইসলামে এই প্রথারও বিরোধিতা করা হয়েছে। ইসলামে বিবাহের পর মেয়েরা মা-বাবার দেওয়া পারিবারিক নাম ও পদবী রেখে দিতে পারে। এর মাধ্যমে নারীর নিজস্ব পরিচিতিকে সম্মান জানানো হয়।

পারিবারিক হিংসা রুখতে স্বামী ও স্ত্রীর বিশেষ কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশেষ কর্তব্য এই যে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে খোরপোশ, বাসস্থান এবং মোহরানা দিতে হবে। স্ত্রীর প্রতি কোনো ধরণের অন্যায়-অবিচার সে করবে না। বাপের বাড়ির বন্ধন ছেড়ে স্বামীর গৃহে গিয়ে স্ত্রী যাতে কোনো রকম নিরাপত্তার অভাব অনুভব না করে, সে জন্য তার সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব দেখানো উচিত।

ইসলাম নারীকে সব ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়েছে আর পুরুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছে বেশি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পোশাকের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক যেমন নিবিড়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তেমনই নিবিড় হওয়া চাই। ইরশাদ হয়েছে, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।(সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৮৭)। নবী করিম (সাঃ) স্বামীকে অনেক বেশি ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তোমরা নিজ পত্নীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ।

দেনমোহর

সবকিছুর বাজার দর অনেক বেড়েছে, অথচ দেনমোহর নির্ধারণের ব্যাপারে নারীর প্রতি অপমান সূচক ও হাস্যকর ৫০০ বা ১০০০ টাকা ধার্য করা হয়।
অন্যদিকে অন্য সম্প্রদায়ের দেখাদেখি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে পণ প্রথার প্রচলন আছে। ইসলামে বর-পণ বা যৌতুক দেওয়া-নেওয়া বলতে কিছু নেই। কনের পক্ষ থেকে কোনও কিছু গ্রহণ করাকে নিষেধ করেছেন এবং একথাও বলেছেন বর কনের বাড়িতে মুসাফিরের ন্যায় যাবে, কনে পক্ষের যেমন সামর্থ্য রয়েছে তেমন আপ্যায়ন করবে। বর পক্ষের জন্য আলাদা কোনও আয়োজন করা যাবে না। বর্তমানে দেখা যায় পাত্র, পাত্রী পক্ষের কাছ থেকে টাকা, অলঙ্কার, গাড়ি, বাড়ি, তৈজষপত্রাদির বড় বড় দাবি আদায় করে থাকে। আর সে মোতাবেক না দিলে চলে নির্যাতন এমন কি হত্যা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করে না। ইসলামে বর-পণ বা যৌতুক কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি মেয়েদের অধিকার

বিবাহের সময় অলংকার ও আসবাবপত্র দেওয়ার কারণে ভাইয়েরা বোনেদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে থাকে। বোন উত্তরাধিকার সম্পত্তি দাবি করলে, ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বোনকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়, অমানবিক ও গোনাহের কাজ।

পুনর্বার বিবাহের অধিকার

ইসলামে তালাক-প্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলার আবার বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার আছে। এ কারণে সমাজ তাকে কোনো প্রকার হেনস্তা করতে পারে না। ইদ্দাত-কালীন সময়ে বিধবা বা তালাক-প্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে, তবে ইদ্দাত-এর সময়সীমা পার করলে তবেই আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। আগের বিবাহ বা বয়স্ক মহিলাদের পুনর্বার বিবাহে কোনো বাধা হতে পারে না। অন্য দিকে স্বামী যদি একের বেশি বিবাহ করে, সে ক্ষেত্রেও প্রথম স্ত্রীর অনুমতি আবশ্যক।

বিবাহ বিচ্ছেদ – তালাক ও খুলা

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ইসলামের আগের যুগে সম্মানজনক কোনো বিধান ছিল না। বিবাহের সম্পর্ককে একতরফা ভাবে শেষ করার অধিকার কেবলমাত্র পুরুষেরই ছিল। ফলে স্ত্রীদের পুরুষের খামখেয়ালির শিকার হতে হত। তালাক পাওয়া মহিলাদের স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো অধিকার তো থাকতই না, কোনো খোরপোষ বা ক্ষতিপূরণও তারা পেতেন না। ইসলাম বিবাহের ব্যাপারে কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ইসলামে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমোদন আছে। সমস্ত রকম চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বিয়েটা টিকিয়ে রাখা না যায়, তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। চুক্তি শেষ করে স্ত্রীকে তালাক দেবার অধিকার স্বামীর আছে। তবে রাগের মাথায় বা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কোনো তালাক দেওয়া যায় না। একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে রাতারাতি স্ত্রীকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে প্রথা আমরা সাধারণত দেখে থাকি, ইসলামে এ ব্যবস্থার অনুমোদন নেই।

আবার স্ত্রীর-ও অধিকার আছে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেওয়ার, যা খুলা বা মোচন নামে পরিচিত। মুসলিম সমাজে নারীরা স্বামীর হাতে এবং শ্বশুরবাড়িতে অনেক অত্যাচার সহ্য করেও খুলা নেন না, এর কারণ তাদের আর্থিক নিরাপত্তার অভাব। হয়তো স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে তাদের খাওয়াই জুটবে না।

ইসলামে বহু-বিবাহ এবং জরুরি কিছু কথা

মুসলমান পুরুষের বহু-বিবাহের অধিকার সম্পর্কে মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ের মধ্যেই বিভিন্ন ভ্রান্ত ধরণা লক্ষ করা যায়। বহু-বিবাহের মধ্য দিয়েই মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারীর অমর্যাদা করে -এটাই অনেকের ধারণা। এটা সত্যি ইসলামে মুসলিম পুরুষ চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একাধিক বিবাহের শর্তগুলি সহজেই ভুলে যাই। শর্তগুলি বাস্তবে পালন করা খুব কঠিন। এর সমর্থনে পবিত্র কোরআনে বলা আছে - "আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত"। (সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে)

আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অর্থাৎ সুবিচার করতে না পারলে একটি বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞানতার যুগে বাধাহীন নারীকে বিয়ে করার পরিবর্তে সর্বাধিক স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা চার সীমিত করা হয় এই শর্তে যে স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ণ সম-আচরণ ও সুবিচার করতে হবে (সূরা আন-নিসা, আয়াতঃ ৩)। এই আয়াতটি নাজিল হয় ওহুদ যুদ্ধের পরে। এই যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হওয়ার পর এতিম ও বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সূরা আন-নিসার ১২৯ আয়াতে বলা হয় যে, তোমরা যতই আগ্রহ করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনোই পারবে না। এটা থেকে পরিষ্কার ইসলামে বহু-বিবাহকে একেবারেই উৎসাহ দেওয়া হয় নি। কিছু ব্যতিক্রমী একাধিক বিবাহ ইসলামে মেনে নেওয়া হয়, কারণ গুলি ঃ ১) বন্ধাত্বের কারণে প্রথম স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম হলে, ২) স্ত্রী স্থায়ী অসুস্থ হলে, ৩) যুদ্ধ বা অন্য কারণে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি হলে। বহু-বিবাহের শর্তগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে কোরআনের সূরা আন-নিসার আয়াতের অপব্যবহার দেখা যায়।

আমাদের করণীয় :

- বাল্য-বিবাহের ভয়াবহ দিকগুলো নিয়ে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- বাল্য-বিবাহ ও বিয়ের নামে পাচার রুখতে রাজ্য সরকার কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরু করেছে। স্কুলের সাহায্য নিয়ে মেয়েরা এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারে।
- পরিবারের মধ্যে বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধনে মেয়েদের প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

পুওরেস্ট এরিয়া সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম ভারতবর্ষে সামাজিক ভাবে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির এক অভিনব প্রকল্প। ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি ইতিমধ্যে হাজার হাজার সুযোগ-বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের জীবনের মান উন্নয়ণে ব্যাপকতর প্রভাব ফেলতে পেরেছে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত তিন জেলায় প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ন করেছে। জেলাগুলি হল : মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এই জেলাগুলিতে সুযোগ-বঞ্চিত, বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের একজোটে অধিকার আদায়ের জন্য তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধির নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের অধিকার আদায়ের মাধ্যমগুলি জানছে ও অধিকার আদায়ের অনুশীলন করছে। এর মাধ্যমে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে পরিসেবা প্রদানকারী দপ্তরগুলির দায়বদ্ধতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে, মেয়েরা একশ দিনের কাজ পেয়েছে, তথ্যের অধিকার আইন বলে দশ বছর পর হাতে রেশন কার্ড পেয়েছে, অথবা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ নিয়েছে।

পুওরেস্ট এরিয়া সিভিল সোসাইটি প্রোগ্রাম সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের জোট বাঁধতে সাহায্য করছে, যাতে অধিকার আদায় সহজ হয়। অন্য দিকে দেশব্যাপী অন্য সহ-সংগঠনগুলির সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে – সুবিধা-বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে।

NOSKK
Nari- O-Sishu Kalyan Kendra
Vill- Khaskhamar, P.O-Rameswarnagar,
P.S-Bauria, Dist- Howrah, Pin-711310
West Bengal, India
Mail: nskk1979@gmail.com
Mobile +919830646876, +91 (0)3326917382(Office) 03365337412(O)
Website-www.noskk.org & www.noskk.co.in

PACS (A DFID Programme)
State Office - West Bengal
53/1A, Maharaja Thakur Road, Dhakuria,
Kolkata - 700031
http://www.pacsindia.org/